# কারা অধিদপ্তর

## সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**পটভূমি :** স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে গ্রাম্য প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসামূলক মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারা জীবন শুরু এবং ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি করাচির মিনওয়ালি কারাগার হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে তার কারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু তার জীবন ও যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০৫৩ দিন কাটিয়েছেন কারাগারের চার দেয়ালের ভিতরে। তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারাগারের ভিতরে বসেই। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" এবং "কারাগারের রোজনামচা" নামক গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবং কারাগারের বিষয়াবলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছুর সাক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমূখ রাজনৈতিক বন্দির নামের সাথেও কারাগারের নাম জড়িয়ে আছে। এই কারাগারেই নির্মমভাবে শহিদ হয়েছেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারী এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের

সাজা কার্যকর করা হয়েছে কারাগারে । এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং কারাগারের নাম একসাথে মিশে আছে । বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার ।

## ক্রমবিকাশ :

১৭৮৮ : পুরাতন ঢাকার চকবাজারে ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কারাগারের যাত্রা শুরু ।

১৮৬৪ : কারাগার সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলকোড প্রণীত হয় ।

১৮৯৪ : প্রথমবারের মত প্রিজন এ্যাক্ট প্রণীত হয় ।

১৯০০ : প্রিজনারস এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

১৯৪৭ : ২টি কেন্দ্রীয়, ১২ টি জেলা এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কারা বিভাগের যাত্রা শুরু।

১৯৫০ : পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দিদের ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ৭ জন বন্দিকে হত্যা করে। এতে আরো ৩১ জন বন্দি গুরুতরভাবে আহত হয় ।

১৯৭১ : মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কারা বিভাগের ৫ জন সদস্য শহীদ হন। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল তারা নির্মমভাবে নিহত হন । ৪টি কেন্দ্রীয়, ১৩ টি জেলা এবং ৪২ টি উপ-কারাগার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭৮ : কারাগারগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিচারপতি মুনিম হাসানের নেতৃত্বে মুনিম কমিশন গঠন করা হয়।

১৯৯৭ : উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সিনিয়র জেল সুপারের পদ সৃষ্টি হয় ।

২০১৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেরাণীগঞ্জে নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে স্থানান্তর ।

২০১৮: কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদীকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৯: (১)সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং বন্দি স্থানান্তর। এতে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৯৫০ জন বৃদ্ধি পায় ।বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন করে সপ্তাহে ৪ দিন সবজি-রুটি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান ।

(২) কারাবন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের প্রতি দর্শনের (Per Visit) সম্মানী ৫০/- টাকার স্থলে ২০০/- (দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

২০২০: (১) বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারা বন্দিদের উন্নত মানের খাবার সরবরাহের নিমিত্ত জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫০/- টাকা উন্নতিকরণ।

(২) আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনা খাবার সরবরাহের নিমিত্তে দৈনিক মাথাপিছু ২৬/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান।

**রূপকল্প :** রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ ।

**অভিলক্ষ্য :** বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিতকরা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান ।

## কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ কার্যাবলি :

| | |
|---|---|
| ১ | বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ |
| ২ | বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ |
| ৩ | বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ |
| ৪ | বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্থকরণ |
| ৫ | বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ |
| ৬ | নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারিক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ |
| ৭ | বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ |
| ৮ | মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ |
| ৯ | মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ |
| ১০ | বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ |
| ১১ | বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন |
| ১২ | কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চতকরণ |
| ১৩ | কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দিদের মানসিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন |
| ১৪ | নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ |
| ১৫ | বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান |
| ১৬ | কারাশিল্প এবং কারাবাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ সরকারি অর্থসাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ |
| ১৭ | কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ হতে লভ্যাংশের ৫০% হিসেবে সংশ্লিষ্ট বন্দিকে পারিশ্রমিক প্রদান |

| | |
|---|---|
| ১৮ | সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ। |

## ২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তরের অর্জন/সমৃদ্ধির তুলনামূলক বিবরণীঃ

| বিষয় | ২০০৮-২০০৯ | ২০২০-২০২১ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| রাজস্বখাতে সৃজিত পদ | ৮৩৬৫টি | ১২১৭৮টি | নতুন ৩৮১৩ টি পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| রাজস্ব বাজেট | ২৯৮,৫৬,২৫,০০০/- | ৯০৮,৫৩,০৫,০০০/- | বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০৯,৯৬,৮০,০০০/- টাকা |
| কয়েদী বন্দিদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% পারিশ্রমিক প্রদান | পূর্বে ছিলনা | ১১২৩৯ জন বন্দিকে ২৭,৩৯,৫৭৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। | -- |
| বন্দিদের জন্য ফোনবুথ স্থাপন | পূর্বে ছিলনা | কারাগারে ফোনবুথ 'স্বজন' স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারা বন্দিরা প্রতি সপ্তাহে একদিন নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনী সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে। | -- |
| সকালের নাস্তা | বৃটিশ আমল হতে বন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড় প্রচলিত ছিল | বন্দিদের সকালের নাস্তায় প্রচলিত রুটি-গুড়ের পরিবর্তে খিচুড়ি, সবজি, রুটি ও হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে। | -- |
| বালিশ ও কম্বল | বৃটিশ আমল হতে কারাগারে বন্দিদের জন্য ৩টি কম্বল বরাদ্দ ছিল | বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত কারাগারের আটক বন্দিদের প্রাপ্য ৩টি কম্বলের মধ্যে ১টি কম্বলের পরিবর্তে ১টি শিমুল তুলার বালিশ প্রদান করা হচ্ছে। | -- |
| ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয় | পূর্বে ছিলনা | কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামীদের আনা-নেওয়ার জন্য একটি ১০ আসন বিশিষ্ট (ভি আই পি) ও অপর একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট | -- |

| বিষয় | ২০০৮-২০০৯ | ২০২০-২০২১ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | (সাধারন) ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয় করা হয়; | |
| ক্রয় প্রক্রিয়া | পূর্বে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া ছিল না, সাধারণ প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হতো। | বর্তমান সরকারের ডিজিটাল উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রণীত নীতিমালার আলোকে ই-জিপির মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের প্রায় ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। | -- |
| বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে TSP চুক্তি স্বাক্ষর। | পূর্বে ছিল না | বর্তমানে চালু রয়েছে | -- |
| বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে খোড়াকী ভাতা মাথাপিছু বরাদ্দ। | ১৬/- টাকা | ১০০/- টাকা | মাথাপিছু ৮৪/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| কারাগারে আটক বন্দিদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের প্রতি ভিজিটে সম্মানি | ৫০/- টাকা | ২০০/- টাকা | ১৫০/-টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| বন্দিদের ইফতারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ। | ১৫/- টাকা | ৩০/- টাকা | মাথাপিছু ১৫/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| কারাভ্যন্তরে কয়েদি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মাসিক বেতন। | ২০/- টাকা | ৫০০/- টাকা | ৪৫০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ। | ৩০/- টাকা | ১৫০/- টাকা | মাথাপিছু ১২০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ। | পূর্বে ছিল না | বর্তমানে ২৬/- টাকা করা হয়েছে | -- |
| কারাগারে আটক বন্দিদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩০টি কারাগারে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে। | পূর্বে ছিল না | জুলাই, ১৪ হতে জুন, ২১ সময়ে ৫৩,৯০৮ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | -- |
| **নতুন জায়গায় কারাগার নির্মাণ** (ক)গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চাঁদপুর, নাটোর, নীলফামারী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, পিরোজপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং মহিলা | কারাগারগুলো ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন, এবং জরাজীর্ণ। | পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে বৃহৎ পরিসরে নতুন আধুনিক কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে। | -- |

| বিষয় | ২০০৮-২০০৯ | ২০২০-২০২১ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ | | | |
| (খ) হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ। | পূর্বে কোন কারাগার ছিল না। | হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের ফলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের নিরাপদে আটক রাখা সম্ভব হচ্ছে। | -- |
| (গ) চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগার সম্প্রসারণ। | কারাগার দুটি ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ। | চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগারকে পূর্বের অবস্থানে রেখে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে। | -- |
| বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি | বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ২৮,৬৬৮ জন। | বন্দি ধারণক্ষমতা ১৩,৭৮২ বৃদ্ধি করা হয়েছে, মোট ধারণক্ষমতা হয়েছে ৪২৪৫০ জন। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বন্দিদের আবাসন সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে। | -- |
| পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন। | পূর্বে জাদুঘর ছিল না। | পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে। কাজ সম্পন্ন হলেই জাদুঘর দুটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। | -- |
| বিডিআর বিচারের জন্য অস্থায়ী আদালত ভবন নির্মাণ | পূর্বে কোন স্থাপনা ছিল না। | ২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচারের জন্য কারা অধিদপ্তর প্যারেড মাঠে মাত্র ৩২ দিনে অস্থায়ী আদালত ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে উক্ত আদালত ভবনে বিভিন্ন মামলার বিচার কার্য চলছে। | -- |

| বিষয় | ২০০৮-২০০৯ | ২০২০-২০২১ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| কারাগারে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ। | কারা সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় দপ্তরে মাত্র ৬টি গাড়ি ছিল। কারাগারসমূহে কোন যানবাহন ছিল না। | কারা বিভাগের জন্য প্রকল্পের আওতায় ১৮১টি যানবাহন ও ৬০৭টি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া রংপুর ও বরিশাল বিভাগীয় কারাউপ-মহাপরিদর্শকদ্বয়ের ব্যবহারের জন্য রাজস্ব খাত হতে ২টি জিপ গাড়ি ক্রয় করা হয়। | -- |
| মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ। | মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক কোন আবাসন ছিল না। | ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্লাট নির্মাণ করা হয়েছে। | -- |
| কারা বেকারি চালু | কোন কারা বেকারি ছিল না। | কারা বেকারি চালুর মাধ্যমে বেকারীতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে। | -- |
| কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজন | কারাগারে উল্লেখযোগ্য কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না। | ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। | -- |
| কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালুকরণ | কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল না। | কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে সরকারের অনুমোদনক্রমে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে। | -- |
| অফিসার্স মেস নির্মাণ | কোন অফিসার্স মেস ছিল না। | পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় অফিসার্স মেস নির্মাণ করা হয়েছে। | -- |
| রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ | কারা বিভাগের কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/একাডেমি নেই। | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। | -- |
| পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ | এখানে কারাগার ছিল। | ২২৮ বছরের পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঢাকার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তরের পর পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের | -- |

| বিষয় | ২০০৮-২০০৯ | ২০২০-২০২১ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | জমির পরিকল্পিত ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী 'পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে। ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হবে। এখানে উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা যাবে এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সবুজে ঘেরা একটি দৃষ্টিনন্দন এবং ঐতিহাসিক এলাকাটি হবে ঢাকাবাসীর জন্য হবে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর একটি সুন্দর ও আদর্শ জায়গা। | |
| ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু | রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে অনেক পুরাতন একটি প্রেস ছিল। | কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালুর ফলে কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফর্ম ও প্রিন্টিং সামগ্রী সহজে ও স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। | -- |
| ওয়েব বেজড্ প্রিজন ভ্যান সংযোজন | কারা বিভাগে কোন প্রিজন ভ্যান ছিল না। | ২টি প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জঙ্গি, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে। | -- |
| ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন | ডে-কেয়ার সেন্টার ছিল ২টি | বর্তমানে ডে-কেয়ার সেন্টার ৭টি। | নতুন ৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। |

| বিষয় | ২০০৮-২০০৯ | ২০২০-২০২১ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| চলমান প্রকল্প | - | বর্তমানে কারা অধিদপ্তরের নিম্নে বর্ণিত ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে-<br>(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প<br>(খ)কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প<br>(গ)ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প<br>(ঘ)কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প<br>(ঙ)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প<br>(চ)কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প<br>(ছ)নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প<br>(জ)জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প | -- |
| নতুন প্রকল্প গ্রহণ | - | ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ, কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, সকল কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ, দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন এবং ঠাকুরগাঁও, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি কারাগার নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণসহ মোট ১৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। | -- |

**জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ**

| ক্রম | গ্রেড | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শূন্যপদ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড | ৩০৬ | ১৩৭ | ১৬৯ |
| ২ | ১০ম গ্রেড হতে ১১ তম গ্রেড | ২৯২ | ১৭৩ | ১১৯ |
| ৩ | ১২তম গ্রেড হতে ১৯ তম গ্রেড | ১১৩০২ | ১০২২১ | ১০৮১ |
| ৪ | ২০ তম গ্রেড | ২৭৮ | ২৩ | ২৫৫ |
| | সর্বমোট= | ১২১৭৮ | ১০৫৫৪ | ১৬২৪ |

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):** প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা পদ্ধতি চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে কারা অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সার্বিক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক অর্জিত নম্বর ৯৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করা হয়েছে এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)-কে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে ২৭-০৬-২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর।

**উদ্ভাবনী কার্যক্রম:** কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে । মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক কারা উপ-মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর) কে প্রধান করে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে । ২০২০-২১ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

- চীফ ইনোভেশন কর্মকর্তা - জনাব সুরাইয়া আক্তার, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কারা অধিদপ্তর।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সংখ্যা - ৮ টি।
- বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সংখ্যা - ৪ টি।

| নং | উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয় | অর্জিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ১ | এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান | বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারবে। | বাস্তবায়িত |
| ২ | হাইকোর্টে আপিল প্রক্রিয়া সহজিকরণ | কারা বন্দিদের জেল আপিল দাখিল, জেল আপিলের অগ্রগতি এবং ফলাফল সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপের মাধ্যমে জেল আপিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। | চলমান |
| ৩ | হট নাম্বার চালুকরণ | আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক বন্দি সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কারাগারে গিয়ে জানতে হয়। অনেক সময় অনেক বন্দি অন্য কারাগারে বদলি হয়ে গেলে তথ্য না জানার কারনে কারাগারে গিয়ে ফেরত আসতে হয়। বন্দির আত্মীয় স্বজনের বর্ণিত দূর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে যেন একটি নাম্বার এ ফোন দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়, এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। | চলমান |
| ৪ | ওয়েস্টেজ ম্যানেজম্যান্ট এন্ড ইউজেস | কারাগারসমূহে সঠিক প্রক্রিয়ায় ওয়েস্টেজ ম্যানেজম্যান্ট এবং তার সঠিক ব্যবহার করা গেলে কারা এলাকা যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে তেমনি পরিবেশ ও দূষণমুক্ত থাকবে। এ লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। | চলমান |
| ৫ | ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ | বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহন, বন্দিদের | বাস্তবায়িত |

| নং | উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয় | অর্জিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| | | প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য অনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হবে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে সেবা প্রদানের জন্য ০২ (জন) কারারক্ষী এবং ইনচার্জ হিসেবে একজন ডেপুটি জেলার দায়িত্বে থাকবেন। | |
| ৬ | মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বন্দিদের ব্যক্তিগত ক্যাশে টাকা প্রেরণ | বন্দিদের ব্যক্তিগত ক্যাশে টাকা জমা দিতে তাদের স্বজনদের অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে সময় ও খরচ দুটোই অনেক বেশি লাগে। সেবা প্রার্থীদের সময়, খরচ ও ভোগান্তি কমাতে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। | বাস্তবায়িত |
| ৭ | কারা বন্দিদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা | কারাগারে অবস্থানরত আগ্রহী বন্দিদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে কারা বন্দিদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। | চলমান |
| ৮ | আল্ট্রাভায়োলেট হিডেন সিল | কারাভ্যন্তরে ভিজিটর ও বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণ কালি দিয়ে যে সিল দেয়া হয় তা সহজে মুছে ফেলা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারসাজির মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা সম্ভব। | বাস্তবায়িত |

**নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের কর্মপরিকল্পনা/কর্মকৌশল প্রণয়নের নিমিত্তে কারা অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা/কর্মকৌশল:**

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| ১. মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে | • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ/সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় কারাগারে আটক বন্দি সংখ্যা ২৭০৯২ জন (০৭/০৭/২০১৯ তারিখের তথ্যানুসারে)। স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় মাদকাসক্ত বন্দিদের স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করা হয়। | • মাদকাসক্ত কারা বন্দিদের পৃথক তালিকাপ্রস্তুত ; | মাদক মামলায় কারাগারে আটক বন্দি ও মাদকাসক্ত বন্দিদের আলাদা তালিক প্রস্তুত রাখা হয়। |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | • মাদকাসক্ত বন্দি ওয়ার্ড ৫৯টি কারাগারে চালু রয়েছে। | • সকল কারাগারে মাদকাসক্ত বন্দি ওয়ার্ড চালু করা ;<br>• মাদকাসক্ত কারা বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রাখা এবং কাউন্সিলিং/মোটিভেশন করা<br>• বন্দিদের সামাজিক পুনর্বাসন; | বর্তমানে ৫৯টি কারাগারে মাদকাসক্ত বন্দি ওয়ার্ড চালু আছে। পর্যায়ক্রমে সকল কারাগারে মাদকাসক্ত ওয়ার্ড চালু করা সম্ভব হবে। মাদকাসক্ত কারা বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে কাউন্সিলিং/মোটিভেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল প্রয়োজন। বর্তমানে ৩০টি কারাগারে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। |
| | • ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে মাদকাসক্ত বন্দিদের বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য ৫০ শয্যাসহ ৩০০ শয্যার ১টি হাসপাতালের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। | • ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে মাদকাসক্ত বন্দিদের বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য ৫০ শয্যাসহ ৩০০ শয্যার ১টি হাসপাতালের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal For Feasibility Study (PFS) প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| | • সকল কারা হাসপাতালে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। | • মাদকাসক্ত বন্দিদের মানসিক রোগমুক্তি ও মোটিভেশনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।<br>বর্তমানে ১৪১ জন কারা চিকিৎসকের মধ্যে ০৯ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। | সকল কারা হাসপাতালে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে কারা চিকিৎসকের ১৪১টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। তন্মধ্য প্রেষণে ৬ জন এবং সাময়িকভাবে সংযুক্ত ১০৪ জন মোট (১০৫+৬)=১১১ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারা হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন ০১/০৮/২০২১ তারিখের তথ্যমতে)। কারা হাসপাতালে শূন্য পদে চিকিৎসক পদায়ন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। করোনা মহামারির বর্তমান পরিস্থিতিতে কারাগার/কারা হাসপাতালসমূহে চিকিৎসক পদায়ন আপাতত: স্থগিত রাখার গৃহীত সিদ্ধান্ত |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | | | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-২৫১ তারিখ: ০২.০৫.২০২১ এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। |
| | • কারাবিধি অনুযায়ী মাসে ২ বার এবং তাৎক্ষণিক যেকোনো সময় কারা অভ্যন্তরে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। | • কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির (বডি স্ক্যানার, লাগেজ স্ক্যানার, সিসি ক্যামেরা, আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর ইত্যাদি) ব্যবহার করে কারাগারে মাদক বিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা। | কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে শুধু জ্যামার ক্রয়ের কার্যক্রমপ্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| | | কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ৪১টি কারাগারের জন্য) গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারে নিরাপত্তামূলক আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে। | বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। |
| | • কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বন্দি সচেতনতায় কেস টেবিল ও দরবার পরিচালনা করে থাকেন। ১৯টি কারাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় গনসতেনতামূলক কার্যক্রম করা হয়েছে; | • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক কর্মশালা/ মোটিভেশনাল কার্যক্রম গ্রহণ করা; | কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বন্দি সচেতনতায় কেস টেবিল ও দরবার পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন কারাগারে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। |
| **৭. একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ, দূর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে (পৃষ্ঠা-১৮)** | বন্দিদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলার জন্য 'স্বজন' নামক টেলিফোন বুথ পাইলট প্রকল্প হিসেবে টাঙ্গাইলে জেলা কারাগারে চালু করা হয়েছে। সারাদেশে 'স্বজন লিংক' নামক টেলিফোন বুথ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি পুণর্গঠনের কাজ চলছে ; | • আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থায়ভিডিও কলের মাধ্যমে বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলার জন্য 'দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। | ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।ডিপিপি সংশোধন করে ২৯.৬.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে টেলিফোন বুথ ও টেলিফোন লাইন সংস্থাপন, পরিচালন ও বাস্তবায়ন কার্যাদি সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | | | বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রস্তাব চেয়ে টেলিটক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |
| | • প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবহিদিতা আনয়নের জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা স্বল্প পরিসরে চালু রয়েছে। এছাড়া কারা কর্মকর্তাদের দরবার, রোলকল ও পরিদর্শনের সময় এ বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকার জন্য সকলকে পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | • কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী এর চলমান কাজ সম্পন্ন করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি,কেরাণীগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারা প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য শতভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। | কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী এর নির্মাণ কাজ জুন-২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। যা বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।<br>বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| | • কারা বন্দিদের ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জঙ্গি সম্পৃক্ততা প্রতিরোধের জন্য ইতোমধ্যে কর্মকর্তা ১৯২ জন ও কর্মচারী ২২৫৩ জন সর্বমোট ২৪৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | শতভাগ কর্মকর্তা কর্মচারীদের (অবশিষ্ট ৯৭৩৩) এন্টি টেরোরিজম প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। | কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় ১৯৮ জন কর্মকর্তা দেশে এবং ৮ জন কারা কর্মকর্তা বিদেশে এন্ট্রি টেরোরিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। দেশের অভ্যন্তরে ৪১৭২ জন কর্মচারী (ইউনিফর্মধারী) এন্ট্রি টেরোরিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণের দ্বারা পর্যায়ক্রমে সকল কারা কর্মচারীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। |
| | বর্তমানে টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএসের মাধ্যমে কারারক্ষী/মহিলা কারারক্ষী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যোগ্যতা, সততা, কর্মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ বিচার বিবেচনা করে কারা প্রশাসনের নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হয়। | • নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনলাইনে নিয়োগের আবেদন, প্রবেশপত্র প্রদান ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হবে। | কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী নিয়োগ কার্যক্রম এস এমএস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়াও নিয়োগ কার্যক্রমে যাতে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে যাবতীয় নিয়োগ কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করার প্রক্রিয়া চলমান। |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | • ইতোমধ্যে কারা প্রশাসনকে প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ জেল এর স্বতন্ত্র আইসিটি সেলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ ও ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়। | • কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণমুখী ও প্রযুক্তি নির্ভর | কারা প্রশাসনকে প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ জেল এর স্বতন্ত্র আইসিটি সেলের মাধ্যমে বন্দি বদলির তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে দ্রুত পাওয়ার জন্য সম্প্রতি চালুকৃত প্রিজন এ্যাপস, ফেসবুক পেজ (Bangladesh Prison), ও ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। |
| | • কারা মহাপরিদর্শক সপ্তাহে ২ দিন সর্বসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করেন। এছাড়া প্রায় সকল কারাগারে অভিযোগ বাক্স ও তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। | • কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও দেশের সকল কারাগারে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তথ্যসেবা প্রদান ও গণশুনানী গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এসএমএস, ফেসবুক পেজ, ইমেইল ও সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক তা নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | মাননীয় কারা মহাপরিদর্শক সপ্তাহে ২ দিন নির্দিষ্ট সময়ে সর্বসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করছেন। এসএমএস, ফেসবুক পেইজ, ই-মেইল ও সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক তা নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রক্রিয়াধীন। |
| | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কারাগারকে দ্রুত সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারা কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও দেশে-বিদেশে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কারা অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো (Organogram) পুনর্গঠন ও যুগোপযোগীকরণ; | কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। কারা অধিদপ্তরে বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১২১৭৮ জন। জনবল কাঠামো পূনর্গঠন ও যুগোপযোগী করার জন্য ৪৪২৩ সংখ্যক জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কারাগারকে দ্রুত সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩১১২ সংখ্যক জনবল সৃজন করা হয়েছে। আরো ৩১৩০ সংখ্যক জনবল সৃজনের লক্ষ্যে মূল অগ্রানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব কারা অধিদপ্তর হতে সর্বশেষ ০৯.০৭.২০২০ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের পদ সৃজন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশেষ কারাগার, কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা কারাগার এবং অন্যান্য ইউনিট |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | | | সমূহকে একই অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সমন্বিত প্রস্তাব প্রস্তুত করার জন্য কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। । কমিটির নিকট থেকে উক্ত প্রস্তাবনা পাওয়া মাত্র সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। |
| | • বর্তমান অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা ১৭টি। সকল কারাগারের জন্য অতিরিক্ত আরো ৬৮টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের প্রকল্প সুরক্ষা সেবা বিভাগে বিবেচনাধীন। | • গুরুতর অসুস্থ্য বন্দিদের বাহির হাসপাতালে আনা-নেয়ার সুবিধার্থে প্রতিটি কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ নিশ্চিত করণে গৃহীত প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন ; | প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য ০৪.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক এ্যাম্বুলেন্স এর Technical Specification প্রণয়ন করে তার পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩.৬.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে Technical Specification সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম চলছে। |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | • চিকিৎসকের অনুমোদিত পদ-১৪১ টি। বর্তমানে কর্মরত ০৯ জন। | • বন্দিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি কারাগারে চিকিৎসক পদায়ন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ''মেডিকেল ইউনিট'' গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | কারাগারসমূহে একক ডাক্তার ইউনিট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কনসেপ্ট পেপার কারা অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৮০ তারিখ ১৭.০৬.২০১৯ এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন 'মেডিকেল ইউনিট' গঠনের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯.০৬.২০১৯ তারিখে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট ১টি উপ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি কারা অধিদপ্তর থেকে জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মেডিকেল ইউনিট গঠনের কার্যক্রম জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।<br>বর্তমানে প্রেষণে ৫জন এবং সাময়িকভাবে সংযুক্ত ১০৫জন মোট (১০৫+৬)=১১১ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারা হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন (০১/০৮/২০২১ তারিখের তথ্যমতে)। কারা হাসপাতালে শূন্য পদে নিয়মিত চিকিৎসক পদায়ন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।<br>করোনা মহামারির বর্তমান পরিস্থিতিতে কারাগার/কারা হাসপাতালসমূহে চিকিৎসক পদায়ন আপাতত: স্থগিত রাখার গৃহীত সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-২৫১ তারিখ: ০২/০৫/২০২১ এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | • বাংলাদেশ জেল এর ওয়েব সাইট, ফেসবুক পেজ এবং ই মেইল এর মাধ্যমে সেবাসমূহ জনগণকে অবহিত করা হয়। এসএমএস এর মাধ্যমে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি সাক্ষাৎকারের সময় জানিয়ে দেয়া হয়। | • আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কারাগারে প্রদেয় সেবাসমূহ আরো অত্যাধুনিক উপায়ে জনগণের নিকট উপস্থাপন করা। | বাংলাদেশ জেল এর ওয়েবসাইট প্রিজন অ্যাপস ফেসবুক পেজ (Bangladesh Prison) ই-মেইল এর মাধ্যমে সেবাসমূহ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়াও কারা বিভাগ ও এর অধীন সকল দপ্তর/কেন্দ্রীয় /জেলা কারাগার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কারা কর্মকর্তা/কর্মচারী তথা সকল নাগরিকগণকে এই পেজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ৮. নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সেবাপরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন। (পৃষ্ঠা-১৮) | • প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করণের জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, দরবার, রোলকল ও নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া ন্যায় বিচার, সরকারি নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশনাবলী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়। | • ভবিষ্যতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ক্লাস, হাতেকলমে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বিষয়গুলো শতভাগ নিশ্চিত করা হবে। | প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করণের জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, দরবার, রোলকল ও নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ন্যায় বিচার, সরকারি নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশনাবলী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। |
| ৯. নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসাবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া হবে; (পৃষ্ঠা-১৮) | • বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগারের সংখ্যা ১৩টি। বন্দিসেবার মানোন্নয়ন ও কারা পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বন্দিদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি ও খাবারের গুণগত মান বজায় রাখা, বন্দি সাক্ষাৎপ্রার্থীর সেবার মানোন্নয়ন, বন্দি ও কারা কর্মকর্তা | • সরকারের অনুমোদনক্রমে আরো ৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার (খুলনা, দিনাজপুর ও ফরিদপুর) ঘোষণা পূর্বক ভবিষ্যতে উল্লেখিত সেবাসমূহ আধুনিকায়ন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা । | খুলনা, দিনাজপুর ও ফরিদপুর জেলা কারাগারকে কেন্দ্রীয় কারাগার ঘোষণার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। বন্দিসেবার মানোন্নয়ন ও কারা পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বন্দিদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি ও খাবারের গুণগত মান বজায় রাখা, বন্দি সাক্ষাৎপ্রার্থীর সেবার মানোন্নয়ন, বন্দি ও কারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। | | নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কার্যক্রম চলমান আছে। |
| | • বর্তমানে ২৮টি কারাগারে ৩৮টি ট্রেডে (জানুয়ারি ২০১৮ থেকে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত) ৩৪১৮৫ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | • কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে শতভাগ বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে। | বর্তমানে ৩০টি কারাগারে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত ১০৮৭২ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা স্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে (পৃষ্ঠা-১৮) | • কারাগারসমূহে মাসিক ভিত্তিতে সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার বন্দি ও কারা কর্মচারীদের দরবার অনুষ্ঠান করে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করেন। এছাড়া উর্ধ্বতন কারা কর্মকর্তারা পরিদর্শনকালে দরবার গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান নিশ্চিত করেন। | • কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও দেশের সকল কারাগারে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তথ্যসেবা প্রদান ও গণশুনানী গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এসএমএস, ফেসবুক পেজ, ইমেইল ও সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক তা নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও দেশের সকল কারাগারে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তথ্যসেবা প্রদান ও গণশুনানী গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং ওয়েব পেজ, প্রিজন অ্যাপস এসএমএস, ফেসবুক পেজ, ই-মেইল ও সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক তা নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের কাযক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও একটি 'হট লাইন' নম্বর দ্রুত চালু করণের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। |
| | • ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে ৮০% নথি নিস্পত্তি করা হচ্ছে; | • ই-ফাইলিং শতভাগ নিশ্চিত করা; | ই-নথির মাধ্যমে নথি গ্রহণ, নিস্পন্ন, পত্রজারির কাজসহ নথির ৮০% কার্যক্রম ই- ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। |
| | • প্রতিটি কারাগারে বন্দি ও দর্শনার্থীদের জন্য অভিযোগ বাক্স রয়েছে। | অভিযোগ বাক্স স্থাপন ও আধুনিকায়ন করা। | • প্রতিটি কারাগারে বন্দি ও দর্শনার্থীদের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।<br>• এছাড়াও একটি 'হট লাইন' নম্বর দ্রুত চালু করণের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। |

| ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা | বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮) | কর্মপরিকল্পনা | হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) |
|---|---|---|---|
| | • ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২০টি প্যাকেজ ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩৪টি প্যাকেজ ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। | • ইজিপি শতভাগ নিশ্চিত করা। অগ্রগতি ৯৮% | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ই-জিপির মাধ্যমে ২০টি প্যাকেজ, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৪টি প্যাকেজ , ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪২টি প্যাকেজ এবং ২০২০-২০২১ ৪৮টি প্যাকেজের দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে।২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়ছে। ২টি প্যাকেজ লাইভে আছে এবং একটি প্যাকেজের পুন:দরপত্র আহ্বান করা হবে। |
| **১১.সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য চমৎকার 'ডে কেয়ার সেন্টার' গড়ে তোলা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে (পৃষ্ঠা-৩৫)** | • ৭টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার বিদ্যমান আছে যা-সকল কারাগারে নিশ্চিকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হবে। | • কারা অধিদপ্তর এবং কেন্দ্রীয়/ জেলা কারাগারসমূহের জন্য একটি করে মোট=৬২টি চমৎকার ও আধুনিক ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা; | ২০২১-২২ অর্থ বছরে ডে-কেয়ার সেন্টার ১০টিতে উন্নীত করা হবে। |

**টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ** টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্যে ১৬.৩.২ নং বৈশ্বিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারা অধিদপ্তর লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে :

16.3.2: Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population.

উক্ত বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের ১ জন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদান করার জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে ডাটা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে । ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করে আসছেন ।

উল্লেখ্য, জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তর এবং দেশের ৪০টি কারাগারে "ইম্প্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে "এক্সেস টু জাস্টিজ থ্রু প্রিজন্স রিফমর্স" প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৫,০৯২ জন কারাবন্দিকে মুক্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৬৬,১৭৮ জন বন্দিকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল বন্দিদের সহায়তার ক্ষেত্রে প্যারালিগ্যালগণ উক্ত সময়কালে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৪৬১টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (যেমন: আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ, সরকারি আইনজীবী নিয়োগে সহায়তা, ওকালতনামা সংগ্রহে সহায়তা, মামলার নথিপত্র সংগ্রহ, জামিনদার সংগ্রহ প্রভৃতি)। এছাড়াও ৩,৩৭,৪৮৪ বিচার প্রত্যাশীদের আদালত ও থানায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মামলা ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে স্থানীয়ভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১,৫২২টি কেইস কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে। কারাবন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১,৩৬৩ জন বন্দিকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স ও মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯,৭৩৭ জন মাদকাসক্ত বন্দিকে কাউন্সিলিং ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বোপরি ১,১৬৭ জন কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা ও গতিশীল নিরাপত্তা, মাদক চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা, কোভিড-১৯ এর প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**তথ্য অধিকার আইনঃ** সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কারাগারে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে । কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ) ও কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিঃ দাঃ) জনাব সুরাইয়া আক্তারকে প্রধান তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কারা মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান মামুনকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৭ জন আবেদনকারীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে ।

| তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা | তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা | অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১৮টি | ১৭টি | ১টি | -- |

**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনাঃ** কারা অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা -কর্নেল মোঃ আবরার হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক ।
- অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা -জনাব সুরাইয়া আক্তার, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।
- মাঠপর্যায়ে আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা -সংশ্লিষ্ট বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শকগণ।
- মাঠপর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা -জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার।

| ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা | অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ৪০টি | ৪০টি | ০ | -- |

**উত্তম চর্চাঃ**

**(১) প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প "স্বজন" টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮ তারিখে ২০১৮-০৩-উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন করে ২৯.০৬.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে টেলিফোন বুথ ও টেলিফোন লাইন সংস্থাপন, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন কার্যাদি সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রস্তাব চেয়ে টেলিটক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

**(২) কারাবন্দিদের সাথে অনলাইনে সাক্ষাৎ:** কারাবন্দিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এই কার্যক্রম চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এই সেবা চালু করা হবে।

**(৩) কারাবন্দিদেরকে ৫০% লভ্যাংশ প্রদান :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% হিসেবে দেশের ২৮টি কারাগারে ১১,২৩৯ জন বন্দিকে ২৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৭৫ টাকা পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে।

**(৪) কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি:**কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য National Tele-communication Monitoring Centre (NTMC)-এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর এবং NTMC এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**(৫) কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন:** কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ৩৬টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

**(৬) ডে-কেয়ার সেন্টার চালু:** মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

**(৭) ধর্মীয় শিক্ষদের বেতন বৃদ্ধি:** কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো । এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা হতে ন্যুনতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে ।

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন :** ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ বিষয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোঃ আবরার

হোসেন দায়িত্ব পালন করছেন । শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অত্র অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। এছাড়া কারা অধিদপ্তরে সকল প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক মডিউল চালু করা হয়েছে । শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প :** চলমান ৮টি প্রকল্প:

| ক্রম | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | মোট প্রকল্প ব্যয় | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২) | ৬০৭৩৫.৮৫ | ৩.৫৩% | |
| ২ | খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২২) | ২৫১০২.৭৫ | ৭৫% | |
| ৩ | কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২) | ৭৩৪২.৩৬ | ৬১% | |
| ৪ | ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২) | ১২৭৬০.৬৪ | ৭৫% | |
| ৫ | কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২) | ৪৯৯৮.২৪ | ৬০% | |
| ৬ | কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১) | ৬২৪৯৮.২০ | ৭.৪৬% | |
| ৭ | নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২২) | ৩২৬৯৮.৪৩ | ৩.১৭% | |
| ৮ | জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) | ২১০০২.৭৫ | ১.৫০% | |
| | **সর্বমোট=** | **২২৭১৩৯.২২** | | |

**১. পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প :** বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল-জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুলাই পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৩.৫৩%।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** বাঙালি জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু কারাস্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা কারাস্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা; কারা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার; উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৫.০২.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ১৩.০২.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

**২. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প :** প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০১.১১.২০১১ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-২৫১০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২২। জুলাই,২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৫%।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন জরাজীর্ণ খুলনা জেলা কারাগারকে বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

**৩. কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প :** প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৯.০৬.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৭৩৪২.৩৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২। জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬১%।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

**৪.ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:** প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২২.১২.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২। জুলাই,২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৫%।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারকে বর্তমান স্থানে রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

**৫.কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প :** প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৪.০৫.২০১৬ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২। জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** কারা অধিদপ্তর-কে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

**৬. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প** : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৩-১০-২০১৮ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৬২৪৯৮.২০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১। জুলাই/২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬.৪৬%।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি আবাসন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা; নিরাপদ ও যুগোপযোগী আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

**৭. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:** প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমেদিত হয় ০৩-০৯-২০১৯ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২। জুলাই/২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৩.১৭%।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ।

**৮. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প:** প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২১-০৬-২০২০ তারিখে। প্রকল্পটির ব্যয় ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩। জুলাই/২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ১%।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একক ও পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নত করা।

**মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জঃ** কেরাণীগঞ্জে নির্মিত মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২৭-১২-২০২০ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। কারাগারের জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেলে এর প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু করা হবে। এ কারাগারের বন্দি ধারণক্ষমতা ৩০০ জন। এছাড়াও রয়েছে ১০ জনের শ্রেণিপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড, ৪০ জনের কিশোরী বন্দি ওয়ার্ড,

২০ জনের মানসিক রোগাক্রান্ত বন্দি ওয়ার্ড, ৩০ জনের নিরাপত্তা সেল, ২০ বেডের হাসপাতাল, কারা স্কুল এন্ড লাইব্রেরি এবং বন্দি মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭.১২.২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং ১টি এলপিজি স্টেশন এর শুভ উদ্বোধন করেন।

**সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর কারা অধিদপ্তর পরিদর্শনঃ** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩.০৪.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চারনেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন । এছাড়া তিনি কারা সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩.০৪.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩.০৪.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩.০৪.২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩-৪-২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন।

## প্রশিক্ষণঃ

### কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ১২৪২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৬৯৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন ০১.০২.২০২১ তারিখে ৫৮ তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন।

৫৮তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী ক্লাস আয়োজন।

## বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

১। কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩০টি কারাগারে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৯টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২০-২০২১ মেয়াদে ৬,১৪১ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ৩১ জুন, ২০২১ পর্যন্ত দেশের ৩০টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৫৪,৬৬১ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৭.০২.২০২১ তারিখ কারা কনভেনশন সেন্টার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে বন্দি পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৭.০২.২০২১ তারিখ বন্দিদের জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে বন্দি পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৭-০২-২০২১ তারিখ বন্দিদের জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে বন্দি পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

৩। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক কাজের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের পোষাক তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের পোশাক তৈরী কার্যক্রম।

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের পোশাক তৈরী কার্যক্রম।

৪। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে "কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল" প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস, আধুনিক বেকারি, পাওয়ার লুম, পার্টিকেল বোর্ড এর আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, মোজা তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে । এছাড়া বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের ৩০টি কারাগারে হস্তশিল্পের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ারলুম পরিচালনা, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, বুক বাইন্ডিং, মেসিনারি, গার্মেন্টস, হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এমব্রয়ডারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের পোষাক তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের পোষাক তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

৫। কারাগারে আটক মাদকাসক্ত বন্দিদের মোটিভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিমাসে দেশের সকল কারাগারে নিয়মিত মাদকবিরোধী সভা আয়োজনের মাধ্যমে বন্দিদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। কারাগার হতে মুক্তির পর সমাজে পূর্নবাসন/প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৭। কয়েদীদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৯১,৯০,৩৯৪/- টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

## অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ :

(১) আবাসিক সংকট নিরসন এবং কারাগারের বন্দিদের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, জামালপুর কারাগার সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মান এবং খুলনা ও নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে ।

(২) ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৩) নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ এবং আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও চাকরিপ্রার্থীদের ভোগান্তি লাঘবের নিমিত্তে এসএমএসএর মাধ্যমে ইতোমধ্যে কারারক্ষী নিয়োগ-এর আবেদন জমা নেয়া হয়েছে।

(৪) কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৬০.০০ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(৫) ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, আর্চওয়েমেটাল ডিটেক্টর, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এর সাথে প্রতিটি কারাগারে একটি করে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

(৬) কারা অধিদপ্তরের খেলোয়াড় কারারক্ষীদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ জেল দল জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

মুজিববর্ষ মহান বিজয় দিবস উন্মুক্ত সাইক্লিং প্রতিযোগিতা-২০২০ এ বাংলাদেশ জেল দলের পদক অর্জন।

(৭) নিয়মিত কৃতি খেলোয়াড়দের প্রণোদনা এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে।

(৮) বন্দিদের যাতায়াত নিরাপদকরণের স্বার্থে কারা বিভাগে ২টি ওয়েববেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু করা হয়েছে।

(৯) কারা অধিদপ্তরে ICT Cell খোলা হয়েছে।

(১০) কারা হাসপাতালে বন্দিদের গোপনীয় স্বাস্থ্যতথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু মেডিক্যাল রেকর্ডকিপিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্প আইসিআরসি-র সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**ভবিষৎ পরিকল্পনার বিবরণঃ** বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ-

**(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:**

(১) কক্সবাজার, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার-এর ধারণ ক্ষমতাবৃদ্ধি।

(২) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে অনুমোদন গ্রহণ।

(৩) বর্তমান জনবল (ট্রেইনার) থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনাকরণ।

(৪) কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(৫) বন্দিদের জন্য আচরণ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ চালুকরণ।

(৬) জেল কোড এবং প্রিজন্স এ্যাক্ট সংশোধন।

(৭) সরকার ও এনজিও এর সহায়তায় বন্দি মুক্তির পর পুনর্বাসনে ফলো আপ করার কো-অর্ডিনেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ।

(৮) প্রথম পর্যায়ে সকল কেন্দ্রীয় এবং বৃহৎ জেলা কারাগারে বন্দী পুনর্বাসন প্রোগ্রাম চালুকরণ।

(৯) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুলের শাখা চালুকরণ।

(১০) রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।

(১১) কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ।

(১২) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৩) যে সকল কারাগারে পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট এর কম সে সকল কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুটে উন্নীত করণ।

(১৪) যে সকল কারাগারে ওয়াচটাওয়ার এবং সার্চলাইট নেই, সেগুলোতে ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ এবং লাইট সংযোজন।

(১৫) কারাগারের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসক পদায়ন।

(১৬) কারাগারের হাসপাতালের জন্য ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ।

(১৭) বন্দিদের জন্য কাউন্সেলিং, ড্রাগ ও মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা চালুকরণ।

(১৮) নেশায় আসক্ত বন্দি চিহ্নিতকরণে এবং প্রিজন্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মেডিকেল স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৯) ৭টি বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ।

(২০) কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শক-এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জনবল বৃদ্ধিকরণ।

(২১) কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনকরণ।

**(খ) মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:**

(১) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে কারাগার চালুকরণ।

(২) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করণ।

(৩) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ আলোর কাজ সম্পন্ন করণ।

(৪) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৫) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ।

(৬) ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৭) ২ পার্বত্যজেলা (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি) কারাগার পুনর্নির্মাণ।

(৮) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের পুনঃঅপরাধ হ্রাসকল্পে ফলোআপ প্রোগ্রাম পরিচালনার প্রকল্প তৈরিকরণ।

(৯) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রিজন্স ম্যানেজমেন্ট, অফিস ম্যানেজমেন্ট, জঙ্গিবাদ প্রতিহতকরণ, প্রিজন্স সিকিউরিটিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

(১০) দেশের সকল কারাগারের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়।

(১১) কেরাণীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ।

(১২) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ।

(১৩) দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন।

(১৪) কারা অধিদপ্তরের সকল স্টাফ এবং বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরি।

**(গ) দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:**

(১) রাজশাহী, যশোর, রংপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ভোলা, জয়পুরহাট, শরীয়তপুর কারাগার পুনঃনির্মাণ /সম্প্রসারণ।

(২) প্রিজন্স স্টাফ কোর্স চালুকরণ।

(৩) কক্সবাজারে উখিয়ায় উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণ।

(৪) কারাবন্দিদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।